হালাল ও হারাম নির্ধারণের নীতিমালাঃ ২৮১

সূচনাঃ একটু পূর্বে আমি জায়েয ও মুবাহ নির্ধারণ করার মূলনীতি বর্ণনা করেছি । এখন আমি এ অধ্যায়ে হালাল ও হারাম নির্ধারণের নীতিমালা বর্ণনা করব ইনশাঅল্লাহু তাআ'লা ।মানব জীবনের প্রত্যেকটি কাজ সম্পাদনের ও বাস্তবায়নের কিছু নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতি এবং আইন ও পূর্বশর্ত থাকে ।এইটা না হলে কাজটি সুন্দর হয়না এবং সূচারুরূপে সম্পন্নও হয় না ।ঠিক তেমনিভাবে পবিত্র ইসলাম ধর্মের হালাল ও হারাম নির্ধারণেরও কতগুলো নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতি এবং আইন ও পূর্বশর্ত রয়েছে ।এসবগুলোকে ইসলামি শরীয়তে ("اَلشَّرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনে উসুল বা মূলনীতি বলে ।

প্রথম মূলনীতিঃ মহান আল্লাহ তাআ'লার পক্ষ হতে অকাট্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দিয়ে তাঁরই সৃজিত কোন বস্তু, কাজ বা বিষয় হারাম করা হয়েছে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সৃজিত সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় মৌলিকভাবেই সর্বাবস্থায় হালাল ও জায়িয এবং কোন অবস্থাতেই হারাম ও না জায়িয হবে না ।কারণ, মহান আল্লাহ তাআ'লার এই পৃথিবীতে তাঁর সৃজিত সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় মানুষের কল্যাণ ও উপকারার্থেই সৃজন করেছেন । তিনি তাঁর সৃজিত কোন বস্তু, কাজ বা বিষয়কে অপকারী সাব্যস্ত করে হারাম ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর সৃজিত সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় মৌলিকভাবেই সর্বাবস্থায় উপকারী, হালাল ও জায়িয থাকবে এবং কোন অবস্থাতেই হারাম হবে না । মহান আল্লাহ তাআ'লার এই পৃথিবীতে তাঁর সৃজিত সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় যে তিনি মানুষের কল্যাণ ও উপকারার্থেই সৃজন করেছেন এই পসঙ্গে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন -

" هُوَالَّذِى خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا" অর্থঃ তিনিই (মহান আল্লাহ) যিনি পৃথিবীর সকল কিছু তোমাদের কল্যাণের-মঙ্গলের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সুরা আল-বাকারা, আয়াত নং-২৯)। তাই,মৌলিকতার বিচারে (মূলত) সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় হালাল ও জায়েয । মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআ'লা কর্তৃক সকল হালাল ও জায়েয বস্তু, কাজ বা বিষয়ের সংখ্যার পরিমাণ গণনা করে নির্ধারন না করে শুধু হারাম বস্তু, কাজ বা বিষয়ের সংখ্যার পরিমাণ বর্ণনাই যথেষ্ট মনে করতে হবে । কেননা এর প্রতি ইঙ্গিত করেই মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন---------- - ," وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ "অর্থঃ-আর আল্লাহ তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন , সুরা আল আনআম, আয়াত নং-১১৯)।
অতএব, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে যেই সকল বস্তু, কাজ বা বিষয় সম্পর্কে হারাম ঘোষণা নেই সেই সবই মানুষের জন্য নির্বিচারে হালাল ও জায়েয । কেহই উহা হারাম বলতে পারবে না ।কাজেই, পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফ যেই বস্তু, কাজ বা বিষয়কে হারাম ও না জায়েয বলে নি ঐগুলোকে যে কেহই হারাম বলবে তাকে তখন কি বলা হবে এবং তার পরিণতিই বা কি হবে ?
এর উত্তর পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফের আলোকে পর্যায়ক্রমে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহু তাআ'লা ।

দ্বিতীয় মূলনীতিঃ বিশ্বস্রষ্টা মহান আল্লাহ তাআ'লা মানুষেরও স্রষ্টা , জীবন-মরনের অধিকারী, জীবিকা দানকারী, বান্দাদের সর্ববিধ সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টিদানকারী, মঙ্গল ও শুভাকাঙ্খী এবং তাদের সর্ববিধ উপকার-অপকার সম্বন্ধে সর্বজ্ঞ ।কাজেই, যে কাজ তাদের জন্য উপকারী তিনি

সেই কাজ করবার আদেশ ও অনুমতি দিয়ে থাকেন , আর যেই কাজ তাদের জন্য অপকারী উহা করতে নিষেধ করে থাকেন ।কারন, যিনি যেই বিষয়, ব্যাপার বা বস্তুর স্রষ্টা তিনি সেই বিষয়, ব্যাপার বা বস্তু মানুষের জন্য ভাল কি মন্দ, উপকারী কি অপকারী অনেক বেশী জানেন ।তিনিই সেই বিষয়, ব্যাপার বা বস্তু সম্বন্ধে ভাল-মন্দ,উপকারী-অপকারী, পবিত্র-অপবিত্র ঘোষণা দেওয়ার অধিকারী ।অন্য কেহ নয় ।যেমন, স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআ'লা পবিত্র কুরআনে ঘেষণা দিয়েছেন- "إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ "অর্থঃ- আদেশ প্রদানকারী একমাত্র আল্লাহই ।
অতএব, মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেই কাজ মানুষের জন্য জায়েয ঘোষণা দিয়েছেন উহা মানুষের জন্য জায়েয হবে আর যেই কাজ মানুষের জন্য না জায়েয ঘোষণা দিয়েছেন উহা মানুষের জন্য না জায়েয হবে ।অনূরূপভাবে যেই বস্তু পানাহার বা ব্যবহার করা মানুষের জন্য হালাল ঘোষণা দিয়েছেন সেই বস্তু মানুষের জন্য হালাল হবে ।আর যেই সব কাজ বা বস্তু মানুষের জন্য হারাম ঘোষণা দিয়েছেন সেই সব বস্তু মানুষের জন্য হারাম বলে গণ্য হবে ।

অতএব, সংক্ষেপে বলা যায় যে, যেকোন বস্তুর হালাল-হারাম বা জায়েয-না জায়েয আদেশ দানের অধিকারী মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন । এর বিপরীত কেহ যদি নিজেকে উপরোক্ত আদেশ দানের অধিকারী মনে করে , তবে তা হবে বিধান দাতা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে শরীক বা অংশীদার স্থাপন করা ।যা হবে অমার্জনীয় অপরাধ । যেমন পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছেঃ

"أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّيْنِ مَالَمْ يَأذَنْ بِهِ اللهُ " অর্থঃ-"তাদের জন্য কি এমন কিছু অংশীদার আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীন-ধর্মের এমন সব বিধি-বিধান প্রবর্তন করেছে যেই সম্পর্কে মহান আল্লাহ কোনরূপ অনূমতি দেন নাই" ।
উপরোক্ত আলোচনা এই কথা বুঝা গেল যে, , "মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে [أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে "(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে যেমন- ঈদে মিলাদুন্নবী সালাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উৎযাপন করা, মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালণ করা, ঈসালু সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, কারো সম্মাণার্থে বা কারো জন্য স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শনার্থে কিয়াম বা দাঁড়ানো, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার সময় কিয়াম বা দাঁড়ানোকে أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের অন্তর্ভূক্ত যেই আলিমই বা মুসলিম মানুষই হারাম বলে যার হারাম হওয়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে কোন দ্ব্যর্থহীন স্পষ্ট বাণী নাই তবে সেই ব্যাক্তি উক্ত কাজ বা বিষয়কে হারাম বলার কারনে মহান আল্লাহ তাআ'লার মত নিজেকে আদেশ দানের অধিকারী বিধানদাতা মনে করল ।ফলে সেই ব্যাক্তি মহান আল্লাহ তাআ'লার সহিত অংশীদার স্থাপন করার কারনে নিজে মুশরিক হয়ে গেল । আলাহ যা হারাম করেন নাই যে কেহই তা হারাম বললে সে মুশরিক হয়ে যাবে ।কারন, হাদিসসমূহের আলোকে " خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَة "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "

সাহাবীগণের (রাদিআল্লাহ আনহুম) , তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত উৎকৃষ্ট মুসলিম উলামাকেরামগণের কেহই ঈদে মিলাদুন্নবী সালাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা উৎযাপন করা, মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠান পালণ করা, ঈসালু সওয়াব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা, কারো সম্মাণার্থে বা কারো জন্য স্নেহ-ভালবাসা প্রদর্শনার্থে কিয়াম বা দাঁড়ানো, আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উপর দরুদ শরীফ ও সালাম পাঠ করার সময় কিয়াম বা দাঁড়ানো ইত্যাদি বিষয়কে হারাম বলেন নি।

তৃতীয় মূলনীতিঃ পবিত্র ইসলাম ধর্মে হালাল-হারাম বা জায়েয-না জায়েযের নিয়ম-কানুন পরিস্কারভাবে বর্ণিত আছে । যেমন আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এই প্রসঙ্গে বলেনঃ

" أَلْحَلاَ ل ُ بَيِّنٌ وَ الْحَرَامُ بَيِّنٌ " অর্থঃ-হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট ।

এই পসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ

"وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ"

অর্থঃ-আর আল্লাহ তাআ'লা তোমাদের জন্য যা হরাম কছেন তোমাদের জন্য তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন ।

অতএব, পবিত্র ইসলাম ধর্মে হালাল-হারাম বা জায়েয-না জায়েযের ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই ।কারোর ইচ্ছ ও খেয়ালখুশী মোতাবেক কোন কাজ , বিষয় ও বস্তুকে হারাম-হালাল বলবারও অধিকার কারো নেই ।এই ব্যাপারে একমাত্র অধিকার ও চুড়ান্ত ক্ষমতা মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই ।এসত্বেও , ইয়াহুদি ও খ্রীষ্টান জাতিরা হারাম-হালাল নির্ণয়ে তাদের ধর্মগুরুদের ও অলিমদের মতামতও রায়কে এবং ফতওয়াকে আলালাহ তাআ'লার আদেশের ন্যায় গুরুত্ব দান করে থাকত ।যা জঘন্য অপরাধ ও চরম অন্যায় । এই পসঙ্গে পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ " إِتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللهِ " অর্থঃ- তারা আল্লাহ ব্যতীত তাদের ধর্মগুরু আলিম ও পাদ্রীদের কে প্রভূ মেনে নিয়েছে ।

উপরোক্ত পবিত্র কুরআনের আয়াত ও পবিত্র হাদিস শরীফের বাণী দ্বারা ইহাই বুঝা গেল যে, আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো বর্ণিত হালালকে হালাল জ্ঞান করা এবং কারো বর্ণিত হারামকে হারাম মনে করাই হচ্ছে "শিরক" । আর শিরক যে ক্ষমার অযোগ্য জঘন্য অপরাধ এতে সন্দেহের অবকাশ নেই । যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ " إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ" অর্থঃ- নিশ্টয়ই শিরক হচ্ছে মহা অন্যায় ।

বর্তমানে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ" (আরযালুল কুরুনি)তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর"(চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের)অন্তর্ভূক্ত আলিমগণ বা মুসলিম মানুষগণ" خَيْرُ الْقُرُوْنِ الثَّلاَثَةَ "(খাইরুল কুরুনিছছালাছাহ) তথা " সর্বোৎকৃষ্ট তিনশতাব্দীর "অন্তর্ভূক্ত সাহাবীগণের(রাদিআল্লাহ আনহুম), তাবেঈ ও তাবে'- তাবেঈনগণের সকলেই সর্বোৎকৃষ্ট মুসলিম ও জান্নাতী মুসলিম হওয়ায় তাঁদের প্রদত্ত রায়-মতামত , الْاِجْتِهَادُ তথা গবেষণালব্ধ মতামত, প্রণীত ফতওয়া , মিমাংসীত সিদ্ধান্ত ও মতবাদের হুবহু অনূসারী ও পূর্ণ সমর্থনকারী হওয়ার পরিবর্তে হারাম-হালাল নির্ণয়ে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের অন্তর্ভূক্ত তাদেরই ধর্মগুরুদের ও আলিমদের মতামত ও রায়কে এবং ফতওয়াকে মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশের ন্যায় গুরুত্ব দান করে থাকে ।

চতুর্থ মূলনীতিঃ

হালাল-হারামের সংজ্ঞাঃ উপরে আমি হালাল-হারাম বিষয়ের নির্ণয়ের নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত

আলোচনা করেছি । এখন আমি হালাল-হারামের আভিধানিক ও পারিভাষিক তথা শরীয়তী ও ব্যবহারিক অর্থ বর্ণনা করব ইনশাআল্লাহ তাআ'লা ।

হালালের আভিধানিক সংজ্ঞাঃ আইনসঙ্গত, ধর্মানুমোদিত, শরীয়তসম্মত ।

হালালের আভিধানিক ও পারিভাষিক তথা শরীয়তী ও ব্যবহারিক সংজ্ঞাঃশরীয়ত প্রবর্তনকারী মহান আল্লাহ তাআ'লা যা করবার অনুমতি দিয়েছেন বা যা করতে নিষেধ করেন নি এমনসব বস্তু, কাজ ও বিষয়কে হালাল বলে।

হারামের আভিধানিক সংজ্ঞাঃ নিষিদ্ধ , হালালের বিপরীত ।

হারামের আভিধানিক ও পারিভাষিক তথা শরীয়তী ও ব্যবহারিক সংজ্ঞাঃ সংজ্ঞাঃশরীয়ত প্রবর্তনকারী মহান আল্লাহ তাআ'লা যা নিষেধ করেছেন বা যা করলে পরিণামে আখিরাতে শাস্তি অনিবার্য এমনকি ইহ জীবনে দুনিয়াতে কোন কোন ক্ষেত্রে দন্ডনীয় । এইরূপ বস্তু, কাজ ও বিষয়কে হারাম বলে ।

উপরোক্ত হালাল-হারাম সম্বন্ধে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা একটি খবই গুরুত্বপূর্ণ হাদিস শরীফ বলেনঃ

প্রথম হাদিস শরীফঃ

" مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ و مَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنء يَنْسَى شَيْئاً وَتِلاَ وَمِا كَا نَ رَبُّكَ نَسِيًّا " অর্থঃ- আল্লাহ তাআ'লা তাঁর কিতাবে(পবিত্র কুরআনে) যা হালাল করেছেন তাই হালাল আর যা হারাম করেছেন তাই হারাম ।আর যেই বিষয়ে ফরজ-হারাম বলা থেকে বিরত রয়েছেন বা নীরব রয়েছেন উহা তাঁর ক্ষমার বিষয় বা উদারতা । অতএব, তোমরা আল্লাহর নিকট থেকে তাঁর ক্ষমা বা উদারতা গ্রহণ কর । কারন,আল্লাহ ভুলে যাবেন এমন নন (আল্লাহ ভুলে গিয়ে কোন বিষয় থেকে নীরব বা চুপ রয়েছেন এমন নহেন বরং জেনেই নীরব বা চুপ রয়েছেন)। অতপর, তিনি(নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) "আর আপনার প্রভূ ভুলে যান না"(" وَمِا كَا نَ رَبُّكَ نَسِيًّا)আয়াতখানা পড়েন ,ইবনু কাছির। উপরোক্ত ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্মোক্ত বাণীও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

দ্বিতীয় হাদিস শরীফঃ

"عن أَبِي ثَعْلَبَةَ قال:قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَاتُضِيْعُوْهَا ، وَنَهَى عَنْ اَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوْ

وَ حَدَّ حُدُوْدًا فَلَا تَعْتَدُوْهَا ،وغَفَلَ عَنْ اَشْيَاءٍ (رَحْمَةً بِكُمْ) مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا " في المعجم الكبير للطبراني ((18035)

(অর্থঃ-হযরত সা'লাবা থেকে বর্ণিত , তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন : "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কতগুলো বিষয় ফরজ করেছেন তোমরা সেগুলো নষ্ট করো না,কতগুলো বিষয় হারাম করেছেন তোমরা সেগুলোর অবমাননা করোনা, কতগুলো সীমা নির্ধারন করেছেন তোমরা সে গুলোর অতিক্রম করো না এবং ভুলিয়া যাওয়ার কারনে নহে (জেনেই) বরং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ তিনি (অল্লাহ তাআ'লা) অনেক বিষয়ই উপেক্ষা করেছেন (ফরজ বা হারাম বলা থেকে রিত রয়েছেন) । তোমরা সে বিষয়ে অনুসন্ধান করো না। (অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তাঁর চুপ বা নীরব থাকার বিষয়সমূহকে কেন স্পষ্ট করে ফরজ বা হারাম বলেন নি)

এরূপ ঘাটা-ঘাটি বা তর্ক বিতর্ক করো না", আল-মু'জামুল কাবির,তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-১৮০৩৫ । উপরোক্ত হাদিস শরীফসমূহ থেকে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যেই সকল কাজ করবার জন্য মহান আল্লাহ তাআ'লা যা করবার অনুমতি দিয়েছেন বা যেই সকল কাজ করা সম্পর্কে নীরব রয়েছেন সেইসবগুলো হল হালাল কাজ ও জায়েয কাজ । (যেইসব কাজ বা বিষয় সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআ'লা চুপ বা নীরব রয়েছেন ঐগুলোকে "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) বলে । ইসলামি শরীয়তের (ألشَّرِيْعَةُ الإسْلاَمِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং- ২৫৯ দ্রষ্টব্য)। ।

উপরোক্ত ব্যাপারে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিম্মোক্ত বাণীদুখানাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

তৃতীয় হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَلْمَانَ ن قَالَ : سَأَلْتُ رسول الله صلى الله عليه و سلم عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ ، فَقَالَ ": الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى كِتَابِهِ ، والْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِى كِتَابِهِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (الجزء الثالث) في المعجم الكبير للطبراني ((6001) অর্থঃ- হযরত সালমান (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন : হালাল হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হালাল করেছেন তা এবং হারাম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা হারাম করেছেন তা । আর যা থেকে চুপ বা বিরত থেকেছেন(ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন) তা হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ক্ষমার বা উদারতার অন্তর্ভূক্ত বিষয় । আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০০১ ।

চতুর্থ হাদিস শরীফঃ

عَنْ سَلْمَانَ ن الْفَارْسِيِّ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُ ، قَالَ : سُئِلَ رسول الله صلى الله عليه و سلم عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه و سلم: " الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِى الْقُرْآنِ ، والْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِى الْقُرْآنِ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ " (6036) (في المعجم الكبير للطبراني (الجزء الثالث)

অর্থঃ- হযরত সালমান ফারসী (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন : হালাল হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা হালাল করেছেন তা এবং হারাম হচ্ছে আল্লাহ তাঁর কুরআনে যা হারাম করেছেন তা । আর যা থেকে চুপ বা বিরত থেকেছেন(ফরজ-হারাম বলা থেকে চুপ বা নীরব থেকেছেন) তা হচ্ছে তাঁর (আল্লাহ তাআ'লার) ক্ষমার বা উদারতার অন্তর্ভূক্ত বিষয় । আল-মু'জামুল কাবির, তাবারানী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬০৩৬ ।

উপরোক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ হাদিস শরীফদ্বয়ে তিনটি বিষয়ে যেমন- বন্য গাধা, ঘি ও পনির সম্পর্কে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শুধু এই তিনটি বিষয়ে উত্তর না দিয়ে সার্বিক ও ব্যাপক উত্তর দিয়ে বলেন: পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআ'লা যেই বিষয়,ব্যাপার,কাজ ও বস্তু হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ঘোষণা দিয়েছেন তাই হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও না জায়িয ।আর যেই বিষয়ে হালাল ও হারাম এবং জায়িয ও

না জায়িয ঘোষণা দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন, কোন কিছুই বলেন নি তা মানব কল্যানের জন্য সম্পূর্ণ আইন মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় । উপরে বর্ণিত সম্পূর্ণ আইনমুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করা হচ্ছে মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামারই বিরোধিতা করা ।এরূপ বিরোধিতা করা হচ্ছে কুফর । আর যে ব্যাক্তি সম্পূর্ণ আইন উম্মুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় সম্পর্কে কোন আইন তৈরী করবে সে কাফির ।

সিদ্ধান্তঃ "মহান আল্লাহ তাআ'লা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার ঘোষিত আদেশ-নিষেধ বহির্ভূত, "শরীয়ত সমর্থিত আইন বহির্ভূত ঐচ্ছিক বিষয় তথা পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে অনুল্লিখিত, মুসলিম সমাজে নব উদ্ভাবিত, নব আবিস্কৃত, " بِدْعَةٌ" (বিদআ'তুন) শব্দটির অভিধানভিত্তিক শাব্দিক অর্থের আওতাধীন বর্তমান জগতে "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ "(আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীতে " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহে] অস্তিত্বশীল, প্রকাশমান ও মহান আল্লাহ তাআ'লার ইচ্ছায় ভবিষ্যতে কিয়ামত অবধি পর্যায়ক্রমে প্রকাশিতব্য সকল নতুন বস্তু, নতুন কাজ, নতুন ব্যাপার ও নতুন বিষয়গুলোকে"মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (الْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها الله)এর অন্তর্ভূক্ত আইনমুক্ত ও ঐচ্ছিক বিষয় মনে করে মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুসলিম মানুষের জন্য এইগুলো ছাড় হিসেবে গ্রহণ না করে সেই মুসলিমটি মহাপাপী । যেমন এই বিষয়ে আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেনঃ

عَنْ عُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ، قَالَ : قَالَ رسول الله صلى الله عليه و سلم :" مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ جِبَالِ عَرَفَاتٍ " في المعجم الاوسط للطبراني (4535)

অর্থঃ- হযরত উকবা বিন আমের (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন: যে আল্লাহর (রুখসাত) তথা ছাড় গ্রহণ করেনি তার উপর আরাফাতের পাহাড়সমূহের অনূরূপ পাপ রয়েছে, আল-মু'জামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-৪৭৬১ ।আল্লাহ তাআ'লা সকল মুমিন-মুসলিমকে সঠিক জ্ঞান দান করুন । আমিন!